মুহাম্মদ রুহুল কাদের
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

আজ পাঠ সূচনার পূর্বেই একটি বিষয় জানিয়ে দেই আগামী ১১ / ১০ / ২০২০ তারিখ হতে প্রাক -নির্বাচনি পরীক্ষা। এ পরীক্ষা কিভাবে হবে ? কত নম্বরের হবে ইত্যকার প্রশ্নের উত্তর:

১ । বাংলা প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র মিলে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।
২। প্রথমম পত্র ৫০ দ্বিতীয় পত্র ৫০

 # প্রশ্নের ধরণ কিরকম হবে?

প্রথম পত্রে	**বহুনির্বাচনি**	**২০**
	সৃজনশীল	**৩০**
		৫০

দ্বিতীয় পত্র	**ব্যাকরণ**	**১০**
	নির্মিতি	**২০**
	রচনা	**২০**
	মোট	**৫০**

দুটো মিলে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা
বলে রাখি বহুনির্বাচনি ২০ নম্বর এর পরীক্ষা গুগল ফর্মেটে হতে পারে।

আর সৃজনশীল লিখিত হবেই। সেটি কলেজ ওয়েভ সাইটে পাবে। অথবা তোমাদের অভিভাবকের মোবাইলে ম্যাসেজ পাবে আশা রাখি।

পাঠ নির্দেশনা ৮
বাংলা প্রথম পত্র

প্রিয় শিক্ষার্থী আবারো জানাই খুব মনযোগ সহকারে খেয়াল করো নির্বাচনি পরীক্ষা পাঠ্য সূচির সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন হয়। সৃজনশীল পদ্ধতির পরীক্ষায় কোন বিষয়কে বাদ দিয়ে পরীক্ষসুন্দরভাবে ার প্রস্তুতি বা সাজেশন তৈরি একেবারে অকার্যকর। তাই ১২ টি গদ্য ১২ টি কবিতা ১ টি উপন্যাস, ১টি নাটক সবটাই পড়তে হবে অত্যন্ত সুদৃঢ় মনোভাবে।
হ্যাঁ আমাকে পুরো পাঠ্যসূচি পড়তেই হবে। অন্যথা হওয়ার কেনি সুযোগ নেই।

আমরা আজ জানবো প্রবন্ধ বিষয়ে।
তোমাদের ১২ টি গদ্যের মধ্যে ৫টি প্রবন্ধ আছে।
চাষার দুক্ষু, আমার পথ, জীবন ও বৃক্ষ , বায়ান্নর দিনগুলো, জাদুঘরে কেন যাব। `বিড়াল`রচনাটি বইতে প্রবন্ধ হিসেবে উল্লেখ আছে তবে জেনে রাখি এটি নকশাজাতীয় রচনা।
পাঠ্য বিষয়: চাষার দুক্ষু --- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

(১৮৮০--১৯৩২)

প্রবন্ধ কাকে বলে?

প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন যার তাই প্রবন্ধ, এ প্রকৃষ্ট বন্ধন কাকে দিয়ে? মননশীলতা ও যুক্তিবাদের প্রাধান্যে যে কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন।চোষার দুক্ষুতেও আমরা লক্ষ্য করবো রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যুক্তিবাদী ও মননশীলতা দিয়ে চাষার সুখ ও দুঃখ জীবন ও জীবিকার অবলম্বনে মানুষ কত কষ্ট নিয়েও জীবন অতিবাহিত করেছে সংস্কার, বিশ্বাস ও বিলাসিতা তথা অনুকরণপ্রিয়তায় তা বেশ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

রচনার শিখনফল

#কৃষকদের দুঃখ -দুর্দশা সম্পর্কে বুঝতে পারবে

#রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে লিখতে পরেবে।

বাংলাদেশের কুটির শিল্পের ঐতিহ্য সমাপর্কে জানতে পারবে।

আত্মনির্ভরশীল গ্রামসমাজকে চরম সংকটে ফেলার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের চরম দারিদ্রে্যর কারণ সম্পর্কে লিখতেবেলতে ও লিখতে পারবে।

কুটির শিল্পের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নিবে।

শ্রমজীবী মানুষের প্রতি উদার দৃষ্টি জন্ম নিবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবে।

পল্লীবাসী কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা ও শোচনীয় অবস্থার কারণ জানতে পারবে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে শ্রমজীবীদের অবদান চিহ্নিত করতে পারবে।

পাঠ পরিচিতি ও আলোচনা:

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগ এক বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে স্বীকৃত, সে সময়ে নারী লেখক তাও আবার সেকালের মুসলিম পরিবারের যা সত্যিকারভাবে চেতনার জগৎকে নাড়া দেয় । সে সময়ে সাহিত্য সাধনায় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-- ১৯৩২) খ্যাতির শীর্ষেও পৌঁছেছিলেন নারী জাগরণের অন্যতম প্রধান এ চরিত্র। অবহেলিত নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য জীবনাবধি পরিশ্রম করে গেছেন। নারী দুঃখ নয় কৃষককুলের জীবনধারা নিয়েও তাঁকে ব্যাকুল করেছে । আর তাই সমাজ গঠনের প্রধান কারিগর কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা ও অনুকরণপ্রিয়তা কতটুকু আমাদের জন্য ক্ষতিকর সে চিত্র নিয়ে চাষার দুক্ষু প্রবন্ধে মননশীলতার প্রাখর্যে তুলে ধরেছেন খুব সুন্দর যৌক্তিক বিন্যাসে।

কৃষকরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান । সারাদির রোদ বৃষ্টি ঝড়ে প্রচণ্ড শ্রমের বিনিময়ে বপন করেন ফসলের বীজ, উৎপাদনে সমৃদ্ধি আনেন ফুলে ফসলে।দেশের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য একদম নীরবে কাজ করে যান এ কৃষকরা। অথচ এ কৃষকদের নিজেদের অভাব কখনো দূর হয় না। যে খাবার উৎপাদন করে তার মুখেই খাবার নেই। অভবি অনটন কৃষকদের নিত্যসঙ্গী। সেই সাথে সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের অবহেলা। তারাতো মাটির সাথে মিশে থাকে তাই মাটির মতোই সব সয়ে যান।

প্রাবন্ধিক শুরুতেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন --

"ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি, রে ভাই
পাছায় জোটে না ত্যানা
বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু
ছেইলা পায় না দানা। "

আরো এক জায়গায় লিখেছেন --

এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধুাকে রা সহিতে;
আর মরমের ব্যাথা লুকায়ে মরমে
জঠর -অনলে দহিতে।

কৃষক ফসল উৎপাদন করছে ঠিকই কিন্তু তা ভোগ করতে পারছে না। অভাব অনটনে পড়ে কৃষক যখন তার ফসল বিক্রি করে দিচ্ছে এবং তা যখন অন্যের হাতে চলে যাচ্ছে , তখন তার মূল্য হয়ে যাচ্ছে আকাশছোঁয়া। কৃষকের উন্নতির জন্য আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও অগ্রগতির ফিরিস্তি তুলে ধরে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, সেখানে কৃষকদের অবস্থা কত শোচনীয় । পাকা বাড়ি , রেলওয়ে , ট্রামওয়ে , স্টিমার , এরোপ্লেন, মোটর গাড়ি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফসহ আরো যে কত আবিষ্কার ভারতবর্ষের শহুরে মানুষের জীবন সমৃদ্ধ ও সচ্ছল করে তুলেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেই ভারতবর্ষেই কৃষকদের পেটে খাদ্য জোটে না, শীতে বস্ত্র নেই , অসুখে চিকিৎসা এমন কি তাদের পান্তাভাতে লবণও জোটে না। সমুদ্র তীরবর্তী লোকেরা সমুদ্রজলে চাল ধুইয়ে লবণের অভাব মেটানোর চেষ্টা করেন। টাকায় পঁচিশ সের চাল মিললেও রংপুরের কৃষকগণ চাল কিনতে না পেরে লাউ, কুমড়া, পাট শাক, লাউ শাক সিদ্ধ করে খেয়ে জঠর -যন্ত্রণা নিবারণ করে। কৃষকদের এই চরম দারিদ্র্যের জন্য তিনি সভ্যতার নামে এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতাকে দায়ী করেছেন। আবার কোনো কোনো কৃষককেও এই বিলাসিতার বিষে আক্রান্ত করেছে। এ ছাড়া গ্রামীণ কুটির শিল্পের বিপর্যয়ও কৃষকদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়ে আত্মনির্ভরশীল গ্রাম সমাজকে চরম সংকটের মধ্যে ফেলেছে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। কৃষকদের এই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আর গ্রামীণ কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে রোকেয়ার অসাধারণ পাণ্ডিত্য , যুক্তিশীলতা ও চিন্তার বিস্ময়কর অগ্রসরতার প্রতিফলন ঘটেছে।

এবার আসি আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন ও এর ক খ নমুনা উত্তর গ ও ঘ সাংকেতিক উত্তর নিয়ে -

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু -মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদি গাইতাম
বর্ষা যখন হইত গাজির গাইন আইত
রঙ্গে ঢঙ্গে গাবতি আনন্দ পাইতাম
বাউলা গান ঘাটুগানআনন্দে তুফান
গাইয়া সারি গান নাও দৌড়াইতাম

ক) একখানা এন্ডি কাপড় অবাধে কত বছর টেকে?
খ) `পাছায় জোটে না ত্যানা`- কারণগুলো তুলে ধরো।
গ) উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রাম বাংলার মানুষের সাথে " চাষার দুক্ষু" প্রবন্ধের উল্লিখিত কৃষকের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর।
ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকদের মতো সুখী -সমৃদ্ধ জীবন ফিরে পেতে " চাষার দুক্ষু" প্রবন্ধের কৃষকদের জীবনমান উত্তরণের উপায় কী বলে লেখক মনে করেন? বিশ্লেষণ করো।

ক) একখানা "এন্ডি" কাপড় অবাধে চল্লিশ বছর টেকে।

খ) কথাটি দ্বারা পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের কথা ইঙ্গিতে বোঝানো হয়েছে।

চটকল প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাটের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর পাটকলের শ্রমিকরাও পর্যাপ্ত বেতনে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু যারা পাট উৎপাদন করে, তাদেরকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। আর এখানে কথাটি দ্বারা কৃষকদের এ অবস্থার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামবাংলার মানুষদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা থাকলেও "চাণার দুক্ষু" প্রবন্ধে উল্লিখিত কৃষকদের মধ্যে তা লক্ষণীয় নয়।

দেশ ও জাতির উন্নয়নের মূল হাতিয়ার অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা।
বিদেশি সংস্কৃতির পরিবর্তে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসাই পারে দেশকে স্বনির্ভর করতে।

কৃণক সারাদিন রোদে পোড়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কঠোর খাটুনি খাটে অথচ তারাই অন্নাভাবে জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত করে। চাষাদের এ অবস্থার জন্য প্রাবন্ধিক কেবল শোষক শ্রেণিকেই দায়ী করেননি, এর জন্য কৃষকদের আয়েশী ও শিক্ষাহীনতাকেও দায়ী করেছেন।

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকদের মতো সুখী সমৃদ্ধ জীবন ফিরে পেতে "চাষার দুক্ষু" প্রবন্ধের কৃষকদের জীবনমান উত্তরণের জন্য লেখক উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

ধর্ম, বর্ণবৈষম্যহীনতা মানুষের মাঝে প্রকৃত ভালোবাসা সৃষ্টি করে। বৈষম্যহীনতার ফলেই কৃষক শ্রমিকসহ সব মানুষ একাগ্রতার সাথে কাজ করতে পারে । ফলে দেশের উন্নতির শর্তে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আমাদের খুবই প্রয়োজনীয়।

প্রকৃত শিক্ষা ও দেশের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জিত হবে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। ধর্মবৈষম্যকে দূরে রেখে হিন্দু-মুসলমান তথা সমগ্র মানুষ যেন একসঙ্গে কাজ করে। ফলে তাদের মধ্যে বিরাজ করে আনন্দ।" মূল কথা হল "চাষার দুক্ষু" প্রবন্ধে কৃষকরা ছিল অলস আর আরামপ্রিয়।

কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ার প্রধান কারণ শিক্ষাহীনতা ও শোষক শ্রেণির নির্মমতা । প্রাবন্ধিক কৃষকদের জীবনমান উত্তরণের উপায় হিসেবে মনে করেন কঠোর পরিশ্রমী হওয়া , শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়া , এ ছাড়াও সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দেশীয় পণ্যের ঠিক ও যথাযথ ব্যবহার বৃদ্ধি করা। উদ্দীপকে কৃষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার মূলে রয়েছে একাগ্রতা, ধর্মবৈষম্যহীনতা, বর্ণবৈষম্যহীনতা, সময়ানুবর্তিতা, পরিশ্রমী মনোভাব ও প্রত্যয়।

#রুহু_রুহেল
#তিন_অক্টোবর_২০২০
প্রয়োজনে-- ০১৭১২৬১৮১৬৯